ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৩৭৯
আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে পথনাট্য অভিযানের উদ্বোধন
একজন মেয়ে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবার
সমাজ, রাজ্য ও দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে ঃ শিল্পমন্ত্রী
রাজ্য সরকার কন্যা সন্তানদের আর্থসামাজিক
মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। আমরা চাই বাল্যবিবাহ মুক্ত রাজ্য গঠন করতে। এজন্য আমাদের সকলকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। আজ ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে প্রতাপগড় ঋষি কলোনীতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে রাজব্যাপী পথনাট্য অভিযানের উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল থেকে শুরু করে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের ৫৮টি ব্লক এবং আগরতলা পুর এলাকার একাধিক স্থানে এই সচেতনতামূলক পথনাটক অনুষ্ঠিত হবে।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে কেউ বাল্যবিবাহকে সমর্থন না করে এবং কোথাও বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটতে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে নিকটবর্তী প্রশাসনকে অবহিত করে। প্রয়োজন অনুসারে নাগরিকগণ জাতীয় চাইল্ডলাইন নম্বর ১০৯৮ এর সহায়তা নিতে পারেন। উল্লেখ্য, ১৮ বছরের নিচে কন্যা ও ২১ বছরের নিচে পুত্রের বিবাহ আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

এই কর্মসূচির সূচনা করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের কন্যা সন্তানদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় ১৮ বছরের উপরের বয়সের অন্ত্যোদ্বয় পরিবারের একজন মেয়েকে বিয়ে দিলে রাজ্য সরকার ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করবে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় অন্ত্যোদ্বয় পরিবারের কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ঐ সন্তানের জন্য ব্যংকে ৫০ হাজার টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের সংস্থান রয়েছে। এই প্রকল্পে ১৮ বছরের পর এই কন্যা সন্তানের পরিবার এই অর্থ এই কন্যা সন্তানের শিক্ষা সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করতে পারবে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া প্রত্যেক মেয়েকে বাইসাইকেল দিচ্ছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ও দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ ১০০ জন ছাত্রীকে ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনের কল্যাণেও আন্তরিক রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৭০ হাজারেরও বেশি দিব্যাঙ্গজন রয়েছেন। মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের মাসিক ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা করছে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনবোধে এই সামাজিক ব্যাধি রোধে তিনি সকলকে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্ক তৃপ্তি সরকার তার নিজের বিবাহ বন্ধ করায় তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

*****২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমরা চাই তৃপ্তি সরকারের মতো মেয়ে প্রত্যেকের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক। তিনি বলেন, একজন মেয়ে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে পরিবার, সমাজ, রাজ্য ও দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। সমাজকে উপরের স্তরে নিয়ে যেতে মহিলাদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের মতো অন্যান্য অপরাধ দূর করতে শুধু রাজ্য সরকার নয় বিভিন্ন ক্লাব, এনজিও ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে অভিভাবকদের বোঝাতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব মাধব পাল। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা সকলকে বাল্যবিবাহ বিরোধী শপথবাক্য পাঠ করান। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীগণ বন্দে মাতরম গীত পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কলাভূমির প্রযোজনায় ‘মুক্ত বিহঙ্গ’ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটক সকল দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা চামেলী সাহা।

*****